গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
শিল্প ও শক্তি বিভাগ
বিদ্যুৎ উইং

বিষয়ঃ ১৭/০৪/২০১৬ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত "পল্লী বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ"-শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভার কার্যবিবরণী।

পরিকল্পনা কমিশনের ভারপ্রাপ্ত সদস্য (শিল্প ও শক্তি) আহমদ হোসেন খান এর সভাপতিত্বে গত ১৭/০৪/২০১৬ তারিখে "পল্লী বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ"-শীর্ষক প্রকল্পের ওপর প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' তে প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

১। উপস্থাপনাঃ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে শিল্প ও শক্তি বিভাগের প্রধান সভায় উল্লেখ করেন যে, বর্তমান সরকার "২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ" নিশ্চিতকরণে সর্বোচ্চ অগ্রধিকার প্রদান করেছে। সরকারের এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এলাকা ভিত্তিক পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ২৯৪৫৪১ কিঃমিঃ লাইনের মাধ্যমে ১৪২ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড একটি ইন হাউজ ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করেছে। স্টাডি রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে বাপবিবোর্ডের বিদ্যুতায়িত এলাকায় কোন বৈদুতিক লাইন নির্মান ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ট্রান্সফরমার পরিবর্তন করে সার্ভিস ড্রপ এর আওতায় আরও ২৫ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব। উল্লেখ্য, সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০১৬-২০২০ সালের এর মধ্যে বাপবিবোর্ডের আওতায় ৭০ লক্ষ নতুন গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ অবস্থায় সরকারের ভিশন ২০২১, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে দেশব্যাপী বর্তমান বিতরণ ব্যবস্থায় শুধুমাত্র সার্ভিস ড্রপের আওতায় গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যে "পল্লী বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ"-শীর্ষক প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছে মোট ১২৩২.০২ কোটি (জিওবি ৪৬০.৬২ + প্রকল্প সাহায্য ৭৭১.৪০ কোটি) টাকা। প্রকল্পটির বাস্তাবয়নকাল জানুয়ারি, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত।

২। আলোচনাঃ

২.১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর অর্থ বছরের সাথে সংগতি রেখে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত পুনঃ নির্ধারণ করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

২.২ প্রকল্পের ডিপিপি'তে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক ব্যয় সন্নিবেশিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, আলোচ্য ডিপিপি'তে পল্লী বিদ্যুতের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী সমিতি ভিত্তিক ব্যয় দেখানো হয়েছে। কিন্তু বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী ডিপিপি'র নির্ধারিত ছকে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক বরাদ্দ সন্নিবেশিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। সংস্থার প্রতিনিধি জানান যে, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কাঠামো অনুযায়ী কোন কোন সমিতির আওতায় একাধিক উপজেলা বা জেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সে অনুযায়ী গ্রাহক সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। কাজেই জেলা বা উপজেলা ভিত্তিক ব্যয় নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেণ। বিস্তারিত আলোচনার পর ডিপিপি'র নির্ধারিত ছক অনুযায়ী বিভাগ, জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক ব্যয় নির্ধারণের বিষয়ে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। তবে প্রকৃত তথ্য প্রতিফলিন করা সম্ভব না হলে পুনর্গঠিত ডিপিপি'তে সে বিষয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রদান করার জন্য সভায় ঐকমত্য পোষণ করা হয়।

২.৩ প্রকল্পের ঋণ সহায়তা প্রাপ্তির সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এআইআইবি এর ২য় দফা মিশন গত ১২-১৯ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং গত ২৯/৩/২০১৬ তারিখে এইড মেমোয়ার সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এআইআইবি কর্তৃক ২৫ বছর মেয়াদে (৫ বছর গ্রেস পিরিয়ড) ৯৮.৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তা পাওয়া যাবে। ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। সুদের হার এখনো নির্ধারিত হয়নি। চুক্তি নেগোশিয়েশন এর সময় সুদের হার নির্ধারিত হবে বলে তিনি জানান। বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিপরীতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের সময়, গ্রেস পিরিয়ড, সুদের হার ইত্যাদি শর্তসমূহ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়কে কী হারে ঋণ পরিশোধ করতে হবে তা ডিপিপির ২৬ নং অনুচ্ছেদে সংক্ষিপ্তভাবে প্রদান করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়। তাছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুত শুরু করার লক্ষ্যে ঋণ প্রাপ্তির আনুষ্ঠানিকতা ত্বরান্বিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় ঐকমত্য পোষণ করা হয়।

২.৪ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা জরীপ ও সমিতি ভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা বন্টনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয়। সংস্থার প্রতিনিধি জানান যে, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন সকল সমিতির কাছে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদনকৃত গ্রাহকের একটি হিসেব সংরক্ষিত

রয়েছে তার ভিত্তিতে আলোচ্য প্রকল্পে প্রস্তাবিত ২৫ লক্ষ মিটার চাহিদা অনুযায়ী বন্টন করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার পর সমিতি ভিত্তিক মিটার বন্টনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুনর্গঠিত ডিপিপি'র পটভূমিতে উল্লেখ করার বিষয়ে সভায় একমত পোষন করা হয়।

২.৫ প্রকল্পে ৭৯৮১ কোডে অন্যান্য মূলধন ব্যয় বাবদ প্রস্তাবিত ২০০.০০ লক্ষ টাকার ব্যয়ের ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত না থাকায় উক্ত ব্যয় বাদ দেয়ার বিষয়ে ঐকমত্য পোষন করা হয়।

২.৬ প্রকল্পের প্রস্তাবিত যানবাহন ক্রয়ের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর প্রকল্প পরিচালকের জন্য প্রস্তাবিত জীপ এর পরিবর্তে ১টি পিক-আপ ক্রয়ের সংস্থান রাখার বিষয়ে সভায় ঐকমত্য পোষণ করা হয়।

২.৭ প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটির গঠনের সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটিতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের এশিয়া উইং এর প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা হয়।

২.৮ ডিপিপি'র ত্রুটি বিচ্যুতি ও তথ্যের ঘাটতি সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর ডিপিপির ১১ ও ৩৬ পৃষ্ঠায় মিটার সংখ্যার তারতম্য পরিহার, প্রকল্পের অর্থায়নে প্রকল্প সাহায্যের হিসেবে টাকার সাথে ডলারের বিনিময় হার ও ঋণের টাকার সাথে ডলারের পরিমাণ প্রদান, ডিপিপি'র ১৮ ও ১৯ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অঙ্গভিত্তিক ব্যয়ের ভিত্তি ও হ্রাস-বৃদ্ধির যৌক্তিকতা উল্লেখ করার বিষয়ে সভায় ঐকমত্য পোষণ করা হয়।

৩. **সিদ্ধান্তঃ** বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে প্রকল্পটি অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়ঃ

৩.১ অর্থ বছরের সাথে সংগতি রেখে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত পুনঃ নির্ধারণ করতে হবে।

৩.২ ডিপিপি'র নির্ধারিত ছকে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক ব্যয় সন্নিবেশ করতে হবে। তবে প্রকৃত তথ্য প্রতিফলিন করা সম্ভব না হলে পুনর্গঠিত ডিপিপি'তে সে বিষয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

৩.৩ আলোচ্য প্রকল্পের বিপরীতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের সময়, গ্রেস পিরিয়ড, সুদের হার ইত্যাদি শর্তসমূহ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়কে কী হারে ঋণ পরিশোধ করতে হবে তা ডিপিপির ২৬ নং অনুচ্ছেদে সংক্ষিপ্তভাবে প্রদান করতে হবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুত শুরু করার লক্ষ্যে ঋণ প্রাপ্তির আনুষ্ঠানিকতা ত্বরান্বিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩.৪ সমিতি ভিত্তিক মিটার বন্টনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুনর্গঠিত ডিপিপি'র পটভূমিতে উল্লেখ করতে হবে।

৩.৫ ডিপিপি'র ৭৯৮১ কোডে অন্যান্য মূলধন ব্যয় বাবদ প্রস্তাবিত ২০০.০০ লক্ষ টাকার ব্যয় প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত না থাকায় বাদ দিয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করতে হবে।

৩.৬ প্রকল্প পরিচালকের জন্য প্রস্তাবিত জীপ এর পরিবর্তে ১টি পিক-আপ ক্রয়ের সংস্থান রাখতে হবে।

৩.৭ প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটিতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের এশিয়া উইং এর প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩.৮ ডিপিপির ১১ ও ৩৬ পৃষ্ঠায় মিটার সংখ্যার তারতম্য পরিহার, প্রকল্পের অর্থায়নে প্রকল্প সাহায্যের হিসেবে টাকার সাথে ডলারের বিনিময় হার ও ঋণের টাকার সাথে ডলারের পরিমাণ প্রদান, ডিপিপি'র ১৮ ও ১৯ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অঙ্গভিত্তিক ব্যয়ের ভিত্তি ও হ্রাস-বৃদ্ধির যৌক্তিকতা পুনর্গঠিত ডিপিপি'তে উল্লেখ করতে হবে।

৩.৯ আলোচনা মোতাবেক এবং উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি সত্বর পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

৫। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আহমদ হোসেন খান) ২০১৪
ভারপ্রাপ্ত সদস্য
শিল্প ও শক্তি বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন।

e:\1. reb\2.5 million customer\pec\minutes 2.5 million.doc1